Launching Ceremony of MIS and Office Automation System of Microcredit Regulatory Authority(MRA)

প্রধান অতিথি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর ভাষণ

তারিখ ঃ ২১/১২/২০০৯
স্থান ঃ এনএসসি টাওয়ার, ঢাকা।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ধীরে ধীরে একটি চৌকস রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠছে । একবিংশ শতাব্দীর প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুরুতে যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে MRA-কে একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে । এর মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানটি নিজে তথ্য প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে এর সাথে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় সেক্টরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের জন্যে তাদের তথ্যসমূহ সংরক্ষণ ও উন্মুক্ত করবে । সেইসাথে MRA তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও দক্ষতা বাড়াতে উৎসাহিত করবে ।

বর্তমান সরকার তার রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে দারিদ্র্য নিরসন এবং বৈষম্য দূরীকরণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে প্রযুক্তিনির্ভর digital বাংলাদেশ গড়তে চাইছে । দরিদ্র জনগণের সর্বাধিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । বিশেষ করে, পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রত্যক্ষ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে । এসকল কর্মসূচীর মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য । আপনারা অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ সরকার সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করেছে । এ সেক্টরের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অথরিটি প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত তদারকী করার দায়িত্বে নিয়োজিত । জাতীয় পর্যায়ে ম্যাক্রো ইকোনমিতে ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের কর্মসংস্থান যে বেড়েছে সে বিষয়ে আশা করি কোন দ্বিমত নেই । তবে গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অসাধু কার্যকলাপের জন্যে সমগ্র সেক্টরে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে । এ বিষয়ের প্রতি আপনাদের সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে নিবেদিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি । আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি, আপনারা ঋণের উপর যৌক্তিক পর্যায়ে সুদের হার ধার্য্য করবেন এবং তা নির্ধারনে স্বচ্ছতার পরিচয় দিবেন। এক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানই কোন প্রকার দুর্বোধ্য কৌশল গ্রহণ করে এ দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করবে বলে আমি বিশ্বাস করিনা । সে কারণেই কার্যকরী সুদের হার জানাটা খুবই প্রয়োজন । এই MIS সে কাজেও সহায়ক হবে ।

দরিদ্র জনগণের আমানতের উপর যথাযথভাবে সুদ প্রদান এবং তাদের প্রয়োজনে আমানতের অর্থ ফেরৎ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে । এছাড়া, প্রান্তিক মানুষের প্রদত্ত সুদের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের ব্যবহার দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করার অনুরোধ করছি । আর একটি অনুরোধ আপনাদের জানাতে চাইছি । আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) মতো এযাবত বাজার ব্যবস্থার অপ্রতুল নজর পাওয়া খাতগুলোর ঋণ প্রয়োজনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হচ্ছে । এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি (inclusiveness) বিস্তৃতকরণ, বিশেষ করে, ঋণ ও সেবাসমূহের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, আয় বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শহরমুখী প্রবণতা (migration) রোধ করা, অনগ্রসর এলাকায় সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধির পরিমাণগত মাত্রার সাথে গুণগত মাত্রাও উন্নততর করা । ফলে, কৃষিখাত সম্প্রসারণে উপস্থিত সকলকে আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ করছি । কেননা, বাংলাদেশ এখনও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির

জন্য কৃষির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল । কিন্তু, এ খাতে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি । ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকদের ঋণ প্রদানের কাজে এগিয়ে এসে এ ঘাটতি পূরণে সহায়তা করবে বলে আমি আশা করি ।

সবশেষে আমি আশা করছি, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে এমআরএ কর্তৃক গৃহীত এ উদ্যোগ এর দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য-বিশ্লেষণে সহায়তা করবে । এর মাধ্যমে এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে আরও pragmatic ভূমিকা রাখতে পারবে । ফলে, সর্বোপরি বৃহৎ জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে । এছাড়া, আমরা অচিরেই যে ধরণের উন্নয়ন সহায়ক মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে মুদ্রা সরবরাহের **(বিশেষ করে, M_3)** ওপর ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব বিশ্লেষণে এই এমআইএস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি । আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে যে automated credit information bureau গড়ে তুলছি তাতেও এই MIS সম্পূরক ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করছি ।

সবাইকে জানাই নিরন্তর শুভেচ্ছা । বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই জনাব মাহবুব জামান ও Data Soft এর সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং MRA এর সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ।

এ কথাক'টি বলেই MRA-র MIS ও অফিস অটোমেশন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করছি ।